দৈনিক
ইত্তেফাক

24 OCT 2017
পৃঃ ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ

ইদানীং এসএসসি, জেএসসি প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়মিতভাবে ফাঁস হইতেছে। প্রযুক্তির বদৌলতে ফাঁসের কাজটি পূর্বের তুলনায় সহজ হইয়াছে। তবে মানুষের অসাধুতাই এইক্ষেত্রে প্রধান কারণ হিসাবে রহিয়াছে। অর্থের বিনিময়ে কিছু অসাধু লোক এই কাজটি নিয়মিতভাবে করিয়া আসিতেছে। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি পরীক্ষা এইসকল অসাধুতার ঊর্ধ্বে ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইবছরের ভর্তি পরীক্ষায় 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষার ইংরেজি অংশের প্রশ্ন ফাঁস হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। রাত দুইটার দিকে কিছু সাংবাদিকের নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে ইংরেজি প্রশ্নপত্র পাঠানো হইয়াছে বলিয়া বেলা একটার দিকে সাংবাদিকরা তাহাদের প্রতিবেদনে দাবি করেন। পরীক্ষা সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু রাত দুইটা হইতে বেলা একটার মধ্যে প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। এইদিকে আগের দিন প্রশ্নফাঁসের তৎপরতায় যুক্ত থাকিবার অভিযোগে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত কয়েকজনকে রিমান্ডে নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইসকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এড়ানো যায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। অভিযোগ মাথায় লইয়াই 'ঘ' ইউনিটের ফলাফল রবিবার প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ফাঁস হইলে যেই পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর ইংরেজিতে পাস করিবার কথা তত সংখ্যক পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে পাস করে নাই। বরাবরের মতো ইংরেজিতে পাসের হার কমই রহিয়াছে।

যাহারা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন খুঁজিয়া বেড়ায় তাহাদের কথা ভিন্ন, কিন্তু যাহারা সত্যিকারের পড়ালেখা করিয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে চাহে, তাহাদের জন্য এই যেকোনো প্রশ্নফাঁসের ঘটনা কতটা হতাশাজনক তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এক অর্থে অধ্যবসায়ের সহিত পড়াশুনা করিবার কোনো উৎসাহই শিক্ষার্থীরা আর পাইবে না। শিক্ষার সহিত নৈতিকতার যেই চিরন্তন বন্ধন, তাহা সাম্প্রতিক বাংলাদেশে আসিয়া আলগা হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হইবার নামান্তর। এই ভর্তি পরীক্ষার সহিত প্রায় এক লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত ছিল। তাই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগটি খুব গুরুত্বসহকারে আমলে লইতে হইবে। কাহারা সাংবাদিকদের নিকট প্রশ্ন পাঠাইল তাহা বাহির করিতে হইবে। প্রয়োজনে বিটিআরসির সাহায্য লইয়া ইমেইল প্রেরণকারীদের পরিচয় উদঘাটন করিতে হইবে। তাহাদের মাধ্যমে প্রশ্নের আদি প্রেরণকারী কে তাহা বাহির করিতে হইবে। বিদ্যমান প্রযুক্তিতে ইহা করা অসম্ভব নহে। আমরা অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা বা অন্য কাহারো পরিচয় জানিতেছি, কিন্তু বিচিত্র নহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষকও ইহার সহিত জড়িত থাকিতে পারেন। মূল অপরাধীকে চিহ্নিত করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যতই অস্বীকার করুক, অভিযোগের মূল তাহাদেরই উৎপাটন করিতে হইবে। অভিযোগ যখন উঠিয়াছে, অস্বীকার না করিয়া প্রমাণসহ তাহাদের দেশবাসীকে দেখাইতে হইবে যে, প্রশ্নফাঁস হয় নাই। অথবা যদি কোনো 'ষড়যন্ত্রকারী' থাকে তবে তাহাদের চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ খণ্ডাইতে না পারিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা লইয়া যেই আস্থা ছিল সমাজে, সেই আস্থা বিনষ্ট হইবে, আর কখনোই ফিরিয়া আসিবে না।